আধুনিক যুদ্ধে ভারতীয় বিমানবাহিনীর ভূমিকা।

ভারতের সামরিক ইতিহাসে বিমানবাহিনীর সংযোজন খুব অল্পদিনের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিমান ব্যবহারের সুফল উপলব্ধি করে ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার 1932 খ্রী: 8ই অক্টোবর ভারতে বিমানবাহিনীর প্রতিষ্ঠা করে। স্বাধীনতা লাভের আগে এই বাহিনীর শক্তি তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। সেই সময় ভারতে বায়ু সেনার সংখ্যা খুবই কম ছিল। বিদেশ থেকে বিমান আমদানি করে ভারতের বিমানবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রতিরক্ষায় বিমানবাহিনীকে উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বায়ুসেনার সংখ্যা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি দেশীয় বিমান প্রস্তুতেরও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে ভারতে বায়ুসেনার সংখ্যা স্বাধীনতা লাভের সময়ের থেকে ৫ গুন বেশি। বিমান ও হেলিকপ্টার মিলে ভারত এখন ১০০০-এর বেশি যুদ্ধ বিমানের অধিকারী। এই বিমানগুলির মধ্যে রয়েছে ক্যানবেরা, হান্টার, অজিত, কিরন, চেতক, মিগ-21, 23, 25, 27, 29 প্রভৃতি যুদ্ধ বিমান। জাগুয়ার, মিরেজ-2000, ন্যাট, MI-8 ইত্যাদি বিমানও রয়েছে। পরিবহনের জন্য AN-32, IL-72 ব্যবহার করা হয়।

Scanned with CamScanner

ভারতের বিমান বহর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সীমান্ত এলাকায় ও দেশের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থানে নতুন নতুন বিমান ঘাঁটি তৈরি করা হচ্ছে। এই বিমান ঘাঁটিগুলি থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনী 1962 খ্রী: চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ, 1965 খ্রী: পাক-ভারত যুদ্ধ এবং 1971 খ্রী: বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে স্থল বাহিনী ও নৌবাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণভাবে সহযোগিতা করেছে। ভারতীয় বিমান মালবাহী বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে স্থল বাহিনীকে খাদ্য, পানীয় ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে।

এইভাবে অল্প কিছু কালের মধ্যে আধুনিক যুদ্ধে ভারতীয় বিমানবাহিনী যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তা গর্বের দাবী রাখে। আধুনিক যুগ-সু-উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যুগ। এই যুগে যুদ্ধ আর কোনও নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। যুদ্ধ হয়ে পড়েছে সর্বব্যাপী সামরিক যুদ্ধ। দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জন্য বিমান ব্যবহার ছাড়া ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। ফলে, ভবিষ্যতের যুদ্ধকালের সাফল্য বিমানবাহিনীর দক্ষতার উপর নির্ভর করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং, ভারতীয় বিমানবাহিনীর দক্ষতা ভারতের প্রতিরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে।

Scanned with CamScanner